Banglavision
ISSN: 2079-567X
Vol. 16 • No. 1 • April 2016

বিবাহ সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় আইনঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা
(Law for Marriage according to the State and Religious Perspective: A Legal Study in Bangladesh)

আমিনা আক্তার*
মোঃ জাহিদ হাসান ফয়সল**

Abstract

According to special act of marrige1872, in Bangladesh, any two persons of opposite sex of any religion can marry one another if the man must have completed his age of eighteen years, and the woman her age of fourteen years. According to Child Marriage Restraint Act, 1929 of Bangladesh has prohibited marriage of a male, is under twenty-one years of age, and of a female, is under eighteen years of age.But there is no minimum age bare for marriage in any religious perspective. Consequently, early marriage is not viewed as a criminal offence, as religious view it as a culturally legitimate practice. Muslim men may marry up to four wives; however, a Muslim man must get his first wife's signed permission before taking an additional wife. In contrast, Christian men may only marry one woman. Under Hindu law, unlimited polygamy is permitted and while there is no provision for divorce and legal separation, Hindu widows may legally remarry. Marriage laws of Bangladesh peoples' republic provide some protection for women against arbitrary divorce and the taking of additional wives by husbands without the first wife's consent, but the protections generally apply only to registered marriages.

প্রারম্ভিকাঃ

বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন রয়েছে, রয়েছে বয়সের সীমা। দেশে বা বিদেশে সবখানেই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক এক দেশে বিবাহের এক এক রকম নিয়ম ও বয়সসীমা রয়েছে। কোনো রাষ্ট্রে সাধারণ বিবাহ আইন ধর্মীয় বিবাহ আইন থেকে আলাদা হতে পারে। বিবাহ সাধারণত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় আইন না মেনে শুধু ধর্মীয় আইনে বিবাহের জন্য নারী-শিশুরা দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকছে বলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

* প্রভাষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ, কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ, কুষ্টিয়া।
** প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ, কুষ্টিয়া।

একজন ছেলে ও একজন মেয়ের একসঙ্গে থাকার সামাজিক ও আইনগত স্বীকৃতির নাম বিবাহ। ইসলামী বিধান মতে, পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে সম্ভোগের এবং বৈধভাবে সন্তান লাভের জন্য অবাধ এবং চিরস্থায়ী যে বিধানিক চুক্তি করা হয় তাকে বিবাহ বলে। স্যার ডি, এফ, মুল্লা তাঁর মুসলিম আইনের মুলনীতি গ্রন্থের ২৫০ ধারায় বিবাহের সংজ্ঞায় বলেন, বিবাহ হলো এমন একটি চুক্তি যার উদ্দেশ্য হলো জনন ক্রিয়া এবং সন্তান- সন্ততি বিধিবন্ধকরণ।[১]

বিবাহে ধর্মীয় তাৎপর্যই শুধু নয়, সামাজিক তাৎপর্যও রয়েছে। আইনত এটা চুক্তির মতো মনে হলেও শুধু চুক্তি নয়। কারণ যেকোনো চুক্তি সাময়িক সময়ের জন্যে হতে পারে। কিন্তু বিবাহের চুক্তি সাময়িক হলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এটা সারাজীবনের জন্যে সম্পাদন করতে হবে।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিয়ে একদিকে যেমন ধর্মীয় মিথস্ক্রিয়ায় পড়ে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষঙ্গ ধারণ করেছে, তেমনি এই নৃতাত্ত্বিক সার্বভৌম এলাকার লোকাচারও ধারণ করেছে। বিয়ের তিনটি সামাজিক অংশ থাকতে পারেঃ গায়ে হলুদ, বিয়ে এবং বৌভাত বা ওয়ালিমা। তবে ধর্মভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদের বিয়েতে কাজি ডেকে এনে বিয়ে পড়ানো হয়। দুপক্ষের উপস্থিতিতে কাজি, বর-কনের সম্মতি জানতে চান এবং উভয়ের সম্মতিতে বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিয়েতে পুরোহিত মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে বিয়ে পড়ান, তারপর অগ্নিকে বায়ে রেখে তাকে ঘিরে সাতবার চক্কর দেয়ার মাধ্যমে বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এছাড়া হিন্দুশাস্ত্রমতে "দৈব বিবাহ"ও হয়ে থাকে, যাতে কন্যার বাবা মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী করে মেয়েকে তার জামাতার হাতে তুলে দেন। বৌদ্ধ ধর্মে মন্ত্র আউড়ে বিয়ে পড়ান বৌদ্ধ ভিক্ষু। খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের বিয়ে হয় গির্জায়, ফাদারের উপস্থিতিতে। ফাদার, বাইবেল থেকে পাঠ করে দম্পতির সম্মতি জানেন, এবং উভয়ের সম্মতিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিশ্বের অনেক দেশেই বিয়ের অনুষ্ঠান একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেলেও বাংলাদেশের বিয়ে এক দিনেতো নয়ই, বরং কখনও এক মাসেও শেষ হয় না। বিয়ের মুখ্য আয়োজনই থাকে কমপক্ষে তিন কি চার দিনব্যাপী।

পাঠের উদ্দেশ্যঃ ১) রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে ধর্মীয় আইনের পার্থক্য নির্ণয়

২) বিবাহের রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় আইনের সম্পর্কের মধ্যে সমতা সাধনের চেষ্টা করা।

বাংলাদেশের আইনে বিবাহঃ

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেক সাবালক নাগরিকের বিয়ে করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আইন অনুযায়ী বিয়ের জন্য বিয়ের সাবালকত্য ধরা হয় পুরুষের জন্য নিম্নে ২১ বছর, আর নারীর জন্য নিম্নে ১৮ বছর। এর কম বয়সে বিয়ে করাকে আইনী উৎসাহ দেয়া হয় না এবং তা বাল্যবিবাহ হিসেবে পরিগণিত হয়। বাল্যবিবাহ আইনত অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনটি হলো "বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ১৯২৯", যেখানে এজাতীয় বিয়ে সংঘটিত হলে তার বিরুদ্ধে মামলা করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে ইউপি চেয়ারম্যান এবং পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে। ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউমান রাইটসের ১৬(এ) অনুচ্ছেদের বিধানমতে, বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদ নারী ও পুরুষের একটি অধিকার। তবে উপরোল্লিখিত বয়সের নিম্নে মুসলিম ছেলে বিবাহ করলে মুসলিম ধর্ম অনুসারে বিবাহ অবৈধ হয় না। এছাড়া উপজাতীরা নিজ নিজ ধর্মের বয়স অনুসারে বিবাহ সম্পাদন করে। যেমন খিয়াং সম্প্রদায় বৌদ্ধ ও খ্রিস্টার ধর্মের অনুসারী। তারা এই ধর্মের বিবাহ রীতি অনুসারে বিবাহ করে। বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্ম অনুসারী খিয়াংরা স্বীয় ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করেন এবং পাশাপাশি কিছু আচার-অনুষ্ঠানও পালন করেন। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী খিয়াং সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান চার্চের পুরোহিতের মাধ্যমে চার্চের রীতি অনুসারেই হয়ে থাকে।[২]

---

১ মুসলিম আইনের মূলনীতি- ডি, এফ, মুল্লা

২ "বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী- খিয়াং", ইতিহাস-ঐতিহ্য: আদিবাসী, বিডিনিউজ ২৪.কম; ১২ জানুয়ারি, ২০১১। পরিদর্শনের তারিখ: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

সাঁওতালদের অনেকেই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে যাওয়ায় গীর্জাতে গিয়ে পাদ্রির উপস্থিতিতে বিয়ে করে থাকেন। তবে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা গীর্জা থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে সনাতনী নিয়ম-রীতি পালন করেন।[৩]

মণিপুরী হিন্দু ধর্মের অনুসারী। তারা এই ধর্মের আইন অনুযায়ী বিবাহ সম্পাদন করে। চাকমারা মঙ্গোলীয় জাতীয় একটি শাখা এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। গারো ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো। পাহাড় ও বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় বসবাসকারী সম্প্রদায়। ১৮৬২ সালের খ্রষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর থেকে বর্তমানে ৯৮ ভাগ গারো খ্রীষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর থেকে তাদের সামাজিক নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠানে বেশ পরিবর্তন এসেছে।[৪]

মুসলিম আইনঃ

বাংলাদেশে ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রেশন) আইন, ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন প্রভৃতি আইনের সমন্বিত নিয়ম-ধারার অধীনে মুসলমান সমাজে আইনী বিয়ে ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। এই আইন অনুসারে একটি পূর্ণাঙ্গ বিয়ের জন্য কতিপয় শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমনঃ উভয়পক্ষের ন্যুনতম বয়স, পারস্পরিক সম্মতি, দেনমোহর, সুস্থ মস্তিস্কের প্রাপ্তবয়স্ক ২ জন সাক্ষী, আইনী নিবন্ধন।

এই শর্তানুসারে বরের বয়স কমপক্ষে ২১ কনের বয়স কমপক্ষে ১৮ হওয়া বাধ্যতামূলক। এছাড়া বর-কনেকে সুস্থ মস্তিস্কের হতে হবে। অতঃপর নারী ও পুরুষকে ইসলামী বিধান অনুসারে উভয়পক্ষের সাক্ষীর সামনে একজন উকিল বা কাজির উপস্থিতিতে সম্মতি জানাতে হয়। মুসলিম আইন ও ইসলামী শরীয়াতে কনের প্ররোচনাহীন স্বেচ্ছা-সম্মতি বাধ্যতামূলক। দু'জন সুস্থ মস্তিস্কের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী হলেও চলে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীক "দেনমোহর" দেয়া বাধ্যতামূলক। দেনমোহর হলো একটি আর্থিক নিশ্চয়তা (কিছু পরিমাণ অর্থ কিংবা সম্পত্তি), যার বিনিময়ে একজন নারী তার বিবাহিত পুরুষ সঙ্গীর জন্য হালাল বা সিদ্ধ হোন। ইসলাম ধর্মমতানুসারে এই দেনমোহর বিয়ের সময় সম্পূর্ণ প্রদান করে দিতে হয়, আবার আংশিক হলেও চলে। দেনমোহর মাফ হয় না। মুসলিম আইন অনুসারে বিয়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। এই দায়িত্বের অন্যথায় ২ বছর বর্ধনযোগ্য মেয়াদের বিনা শ্রম কারাবাস, বা ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হতে পারেন। একজন বিবাহিত নারী তার স্বামীর সেবা এবং আনুগত্য করবেন, আর বিবাহিত পুরুষ তার স্ত্রীর সম্পূর্ণ দেখভাল করবেন, যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্ত্রীর সুখ-শান্তি নিশ্চিত করবেন। ইসলামে, পুরুষ এবং নারী উভয়েই পরস্পরকে তালাক দেবার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন, তবে এজন্য বিয়ের সময় কাবিননামায় তালাকে তাওফিজ-এর ক্ষমতা স্ত্রীকে দিতে হয়। তালাক দেবার জন্য মুখে তিনবার "তালাক" শব্দটি উচ্চারণ করাই যথেষ্ট হলেও আইনীভাবে তা স্বীকৃত হয় না, বিধায় তার লিখিত চুক্তির বিধান রয়েছে। কোনোপুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলে সেই স্ত্রী তার জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ হয়ে যান এবং তালাক দেবার পূর্বে স্বামীকে যাবতীয় দেনমোহর আদায় করে দিতে হয়। অবশ্য ঐ নারী যদি অন্যত্র বিয়ে করেন এবং এই নতুন স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তালাক দেন বা মৃত্যুবরণ করেন, তাহলেই শুধু তিনি পূর্ববর্তি স্বামীর সাথে পুণরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন- এই প্রথাকে "হিলা বিয়ে" (আঞ্চলিকভাবে কোথাও "হিল্লা বিয়ে") বলা হয়। মুসলিম আইনে খানিকটা ছাড় থাকলেও ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী তালাক একটি ঘৃণিত কাজ এবং তা যেন না হয়, সেব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন অপরিহার্য। এজন্য শরীয়াতে তিন মাসে তিনবার তালাক দেবার বিধান রাখা হয়েছে, যাতে অন্তবর্তি সময়ে উভয়ে, প্রয়োজনে মীমাংসা করে নিতে পারেন।

---

৩ "রাজশাহীর সাঁওতালদের কথা কেই বলে না", ডঃ হারুন-অর-রশিদ সরকার; উ.... ৩০ আগস্ট ২০১০; পরিদর্শনের তারিখ: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

৪ উইকিপিডিয়া

হিন্দু আইনঃ

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে সনাতন ধর্মীয় বিয়ের রীতিনীতি চলে আসছে। হিন্দু বিয়ে বেশ কয়েকটি আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। হিন্দুশাস্ত্রমতে, বিয়ে কোনো চুক্তি নয়, বরং একটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার। হিন্দু আইন মূলত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রেরই প্রতিরূপায়ন। শাস্ত্রানুযায়ী পুরুষদের অবশ্য পালনীয় ১০টি ধর্মীয় কর্তব্যের (Ten sacraments) অন্যতম হলো বিয়ে। হিন্দু আইনের দৃষ্টিতে বিয়ে হলো, ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র মিলন। হিন্দু বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়া, কেননা শাস্ত্রানুযায়ী পুত্রসন্তানই বংশের ধারা বজায় রাখতে ও পিন্ড দান করতে পারে। হিন্দু আইনানুযায়ী কনের বাবা-মা বরের হাতে কনেকে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করেন। সনাতন হিন্দু আইনে কনের সম্মতি কিংবা অসম্মতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পূর্ণবিবাহ স্বীকৃত নয়, এমনকি ধর্ম পরিবর্তন, বর্ণচ্যুতি, ব্যাভিচার কিংবা বেশ্যাবৃত্তিও বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী যেহেতু বিয়ে কোনো চুক্তি নয়, তাই বিয়ের জন্য সাবালকত্ব বিবেচিত হয় না- এই নিয়ম সনাতন হিন্দু আইনে অনুসৃত এবং বাংলাদেশী হিন্দুগণ এই আইন মেনে চলেন। হিন্দু আইনে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের কোনো বিধান নেই। হিন্দু আইনে বর্ণপ্রথা রয়েছে অর্থাৎ আইনগতভাবে বর-কনেকে অবশ্যই সমগ্রোত্রীয় হতে হবে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে হিন্দু আইনে 'বিধবা বিবাহ' আইনসম্মতভাবে স্বীকৃত, তবে বাস্তবে এর প্রয়োগ সচরাচর দেখা যায় না। হিন্দু আইনানুযায়ী স্ত্রীর, স্বামীরপ্রতি অনুগত থাকতে হবে, আর স্বামীকে তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে ও ভরণপোষণ দিতে হবে। বাংলাদেশের হিন্দু নারীরা 'হিন্দু ম্যারিড উইমেনস রাইট টু সেপারেট রেসিডেন্স অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অ্যাক্ট ১৯৪৬ অনুযায়ী কিছু কিছু ক্ষেত্রে পৃথকভাবে বসবাস করার ও ভরণপোষণ পাবার অধিকার পান, যেমনঃ যদি স্বামী কোনো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন এবং ঐ রোগ স্ত্রীর দ্বারা সংক্রমিত না হয়ে থাকে, কিংবা যদি স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন এবং ঐ খারাপ ব্যবহার এমন হয় যে, তা স্ত্রীর জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ হয়; কিংবা স্বামী যদি দ্বিতীয় বিয়ে বা পুনরায় বিয়ে করেন; কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীকে তার সম্মতি ছাড়া ত্যাগ করেন; কিংবা স্বামী যদি অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন অথবা অন্য কোনো আইনগত কারণে স্ত্রী পৃথকভাবে বসবাস ও ভরণপোষণ লাভ করার অধিকারী হন।

খ্রিস্টান আইনঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় বিয়েতে দেশীয় রীতি, কৃষ্টি ও সামাজিক মূল্যবোধ উপলব্ধি করে লোকাচার ও স্ত্রী আচার মিলে একটি নান্দনিক, আনন্দময় ও সুন্দর রূপ হয়েছে। খ্রিস্টান বিবাহ আইন ১৮৭২, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৮৬৯ এবং উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫ সমন্বয়ে সঙ্কলিত। এ আইন এখনও এদেশে বলবৎ রয়েছে এবং এ আইন দ্বারা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দুদের বিবাহ ও উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যদিও এগুলি রাষ্ট্রীয় আইনে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান নাগরিকদের বিবাহ খ্রিস্টান বিবাহ আইন ১৮৭২-এর বিধান মোতাবেক সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিবাহে পাত্রপাত্রীর একজন বা উভয়ে খ্রিস্টান হলে তাদের বিবাহে এমন এক ব্যক্তি পৌরোহিত্য করেন যিনি বিশপের দীক্ষা পেয়েছেন কিংবা যিনি স্কটিশ চার্চের একজন যাপক বা এ আইনের আওতায় অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো ধর্মযাজক। কোনো বিবাহ-নিবন্ধক বা এ আইনের আওতায় নিযুক্ত/লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপর কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন হতে হবে। বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে কোনো ধর্মযাজকের নিকট উপস্থিত হয়ে এ মর্মে ঘোষণা দিতে হয় যে, এ বিবাহে তার (পুরুষ/নারী) কোনো জ্ঞাতিগত, কিংবা অন্য কোনো আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই এবং যুগপৎ তাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ ধর্মযাজকের কাছে একটি নোটিশও দিতে হয়। ধর্মযাজক অতঃপর নোটিশ প্রাপ্তি সম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র দেন। এ ধরনের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের পর প্রত্যয়নপত্রের উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাহ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ধর্মযাজক কর্তৃক বিবেচিত রীতি বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিস্পন্ন হতে পারে। দেশিয় খ্রিস্টান ব্যতিরেকে ধর্মযাজক কর্তৃক সম্পাদিত অন্য সকলের বিবাহের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। অন্ততপক্ষে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নোটিশ প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে বিবাহ-নিবন্ধন খ্রিস্টান বিবাহ সম্পন্ন করতে পারেন। বিবাহ-নিবন্ধন নাবালক পাত্রপাত্রীর, দু'জনের একজন সাবালক হলেও, তাদের অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিবাহ সম্পাদন করতে পারেন না। যাজক বা

ধর্মযাজক বা বিবাহ-নিবন্ধক কর্তৃক সম্পন্ন দেশিয় খ্রিস্টানদের বিবাহ পৃথক নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধিত হয়ে থাকে। দেশিয় খ্রিস্টানদের বিবাহের একটি বয়ঃসীমা রয়েছে। অধিকন্তু, কোনো দেশিয় খ্রিস্টানের স্বামী/স্ত্রী জীবিত থাকলে ওই ব্যক্তি অপর কোনো দেশিয় খ্রিস্টানকে বিবাহ করতে পারে না।

বিশেষ বিবাহ আইনঃ

বিভিন্ন ধর্মীয় রীতির বাইরেও বিয়ের বিধান রয়েছে, যা বিশেষ বিবাহ আইন নামে অভিহিত। একই ধর্মের নয়, অথচ বিয়ে করতে চায় এমন ব্যক্তিদের বিয়েকে আইনসম্মত করা এ আইনের উদ্দেশ্য। প্রচলিত ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী ভিন্ন ধর্মের দু'জন মানুষের বিয়েতে অনেক বিধিনিষেধ থাকে। যেমন যারা কিতাবিয়া তাদের পরস্পর বিয়ে করতে কোনো অসুবিধা নেই অর্থাৎ কোনো মুসলিম পুরুষ খ্রিস্টান, ইহুদি মেয়েকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু প্রতিমা উপাসিকা অথবা অগ্নি উপাসিকাকে বিয়ে করতে পারবে না। আবার মুসলিম নারী শুধু মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। অন্য কোনো ধর্মের মানুষকে বিয়ে করলে তা বাতিল হবে। খ্রিস্টান আইন ও হিন্দু আইনেও ভিন্ন ধর্মের বিয়ে সম্ভব নয়। ফলে ধর্মীয় আইনের আওতায় পারিবারিক আইনে ভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ থাকায় যারা পরস্পরকে বিয়ে করতে চায় তারা বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২ অনুসারে বিয়ে করতে পারে। ১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহ আইনে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলিম, পারসি, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন কোনো ধর্মই পালন করে না তারা এ আইনের অধীনে বিয়ে করতে পারে। এ আইনের অধীনে বিয়ে করতে হলে পাত্র-পাত্রীকে ঘোষণা করতে হবে, তারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না। ধর্ম ত্যাগের ঘোষণা না করলে বিয়েটি অবৈধ এবং বাতিল হবে। বিয়েটি যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনদের মধ্যে সম্পাদন করা হয় তাহলে তারা নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করতে পারবে। বিশেষ বিবাহ আইনের ৩টি শর্ত বিদ্যমান। যথা- ১. ছেলে মেয়েকে অবিবাহিত হতে হবে অথবা ছেলে বা মেয়ের অন্য কোনো স্বামী বা স্ত্রী থাকতে পারবে না। ২. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ অনুসারে ছেলের বয়স ২১ ও মেয়ের বয়স ১৮ হতে হবে। ৩. বিয়ের ছেলে বা মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কের কেউ, যাদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ, তারা কেউ হতে পারবে না।

বিয়ে রেজিস্ট্রেশনঃ

বিশেষ বিবাহ আইনের বিয়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রেজিস্ট্রার সম্পন্ন করবেন। বিয়ের পাত্র বা পাত্রী রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ পাঠাবেন। নোটিশ পাঠানোর ১৪ দিন পর বিয়ের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবে। এই বিশেষ বিয়েতে কারো আপত্তি থাকলে তিনি দেওয়ানি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। বিয়েতে অবশ্যই ৩ জন সাক্ষী এবং স্বয়ং রেজিস্ট্রার উপস্থিত থাকবেন।

বিবাহ বিচ্ছেদঃ

বিশেষ বিবাহ আইনের আওতায় বিয়ে করা দম্পত্তির বিবাহ বিচ্ছেদ ১৮৬৯ সালের খ্রিস্টান বিবাহবিচ্ছেদ আইন অনুসারে ঘটানো যাবে।

বিবাহের নূন্যতম বয়স, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষপটে তুলনামূলক আলোচনাঃ

মেয়েদের বিয়ের নূন্যতম বয়স ঠিক কত ধার্য করা উচিত এবং সেটার যুক্তি ঠিক কী হওয়া উচিত তা নিয়ে নানা দেশে অনেক আলোচনা হয়েছে। এ উপমহাদেশে হিন্দুদের সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে প্রধানত মনুর বিধান অনুসারে। মনুসংহীতায় বলা হয়েছে, মেয়েদের আট বছর বয়সের মধ্যেই বিবাহ প্রদান করতে হবে।

ইংরেজ শাসনামলে ১৮৯১ সালে আইন পাশ হয় স্ত্রীর বয়স ১২ বছরের কম হলে স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না। কারণ, এর চাইতে কম বয়সী মেয়ের সঙ্গে সহবাস করবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীর মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়। এই

আইনকে বলা হয় সহবাস সম্মতি আইন বা Age of Consent। বৃটিশ শাসনামলে এই আইন যখন পাশ হয়, তখন বিলাতে ১২ বছরের কম বয়সী কোন মেয়ে গণিকার খাতায় নাম লেখাতে পারতো না। সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে হিন্দু সমাজে প্রচুর প্রতিবাদ উঠে। কিন্তু আইনটা থেকেই যায়। ১৯৫২ সালে হিন্দু কোডবিল পাশ হয়। এ সময় ভারতের হিন্দু মেয়েদের নূন্যতম বিবাহের বয়স ধার্য করা হয় ১৮ এবং ছেলেমেদের নূন্যতম বিবাহের বয়স ধার্য করা হয় ২১। কিন্তু এই বয়স ধার্য করা হয় কোন যুক্তি ছাড়াই।

বাংলাদেশ হবার পর আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের বিবাহের নূন্যতম বয়স ধার্য করা হয় ভারতের অনুকরণে। কিন্তু ভারতে মুসলমান বিয়েতে এই নূন্যতম বয়স প্রযোজ্য নয়। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও হিন্দু ও মুসলমানের ক্ষেত্রে বিবাহ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন এখনও এক হতে পারেনি। হয়ে আছে পৃথক। কিন্তু আমাদের দেশে ছেলে মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে আমরা হিন্দু কোডবিলের অনুকরণ করতে চেয়েছি। অবশ্য বিবাহের ক্ষেত্রে আমরা অনেক পরিমাণে মেনে চলেছি শরিয়তের বিধান। এদেশে প্রগতিশীলা মুসলিম মহিলারা দাবি করছেন, নর-নারীর সমান অধিকার। কিন্তু মহিলারা ছাড়তে রাজি হচ্ছেন না মোহরানার দাবি। এ ক্ষেত্রে তারা আঁকড়ে ধরে থাকতে চাচ্ছেন মুসলিম ধ্যান ধারণাকে। কেবল তাই নয়, এখন কোন মুসলমান ছেলে যদি তার স্ত্রীকে মোহরানার টাকা পরিশোধ না করতে পারেন ততে তাকে ভোগ করতে হচ্ছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিনাশ্রম কারাদন্ড।

জার্মানীতে যদি কোন স্ত্রীর কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তবে স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দেবার বিধান আছে, যদি স্ত্রী ক্ষতিপূরণ দেবার সক্ষমতা রাখেন। কিন্তু আমাদের দেশে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে প্রগতিশীলা মহিলারা অনেক কথা বললেও বলছেন না এরকম কোন আইন প্রবর্তনের কথা। আমাদের দেশে নারী নির্যাতন বন্ধের জন্যে কড়া আইন প্রবর্তন করা হয়েছে।

ইউরোপে এক সময় ১৪ বছরে অনেক মেয়ের বিবাহ হয়েছে। কিন্তু এর ফলে ইউরোপের সমাজ জীবনে বিরাট বিপর্যয় নেমে এসেছে এমন নয়। নর-নারীর যৌন জীবনকে এক করে দেখবার কোন সুযোগ নেই। গড়পরতা মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। একজন নারী তার জীবনে প্রায় ৪০০'র মত ডিম্বকোষ উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা মেয়েদের মত এভাবে সীমিত নয়। বৃদ্ধ বয়সেও পুরুষের শুক্রকীট উৎপাদন ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায় না। তাই পুরুষ ও নারীর যৌন জীবনকে একই সূত্রে বিচার করতে গেলে বড় রকমের ভুল করা হয়। মেয়েদের জীবনে পুরুষের তুলনায় বার্ধক্য আসে তাড়াতাড়ি।

মানসিক দিক থেকেও নর-নারীর বিকাশ এক রকম নয়। ছেলেদের চাইতে মেয়েরা কথা বলতে শেখে আগে। তারা সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয় ছেলেদের চাইতে আগে। একজন মেয়ের মানসিক বয়স আর একজন ছেলের মানসিক বয়সকে এক করে দেখতে চাওয়া তাই জীবজ্ঞান সম্মত নয়। ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে নূন্যতম বিবাহের বয়স ঠিক করতে হলে মানব জীবনের এইসব জৈব বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিতে হবে।

বিবাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল বই লিখেছেন এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক। তাঁর লেখা History of Human Marriage বইতে বিবাহের সঙ্গা দিতে গিয়ে বলেছেন, নর-নারীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ বন্ধন হলো বিয়ে, যার লক্ষ্য হল সন্তান প্রতিপালন। সন্তান প্রতিপালনের প্রয়োজ থেকেই হতে পেরেছে বিবাহ বন্ধনের উদ্ভব। তিনি দেখিয়েছেন অনেক প্রাণীর মধ্যে ঠিক বিবাহ বন্ধন বলে কিছু না থাকলেও থাকতে দেখা যায় যে, সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে স্ত্রী ও পুরুষ করছে প্রচেষ্টা। একেও বলতে হবে বিবাহ বন্ধন। যেখানে সন্তান প্রতি পালনে নর-নারী করে চলে সহযোগিতা সেটাকেই মনে করা যায় বিবাহ বন্ধন। যদিও সেটা হতে পারে তাদের সহজাত ধর্মপ্রসূত।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামে বাল্যবিবাহ সমর্থন করা হয় না। কেননা, ইসলামে কেবল ছেলেরা বিবাহ করে না, মেয়েরাও করে। মেয়েরা কবুল না করলে বিবাহ হতে পারে না। অর্থাৎ ইসলামে মনে করা হয়, স্বামী বেছে নেবার দক্ষতা হলেই মেয়েরা বিবাহের উপযুক্ত হন। তবে শরীয়তে বিবাহের নূন্যতম কোন বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাঃ সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে "মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা" (The Universal Declaration of Human Rights, UDHR) গৃহিত হয়। এটি

সকল জাতির এবং মানুষের অর্জনের সাধারণ মান হিসেবে গৃহিত হয়। সার্বজনীন ঘোষণার ৩০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এর ১৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

১। জাতি, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই পুরুষ এবং পূর্ণ বয়স্ক নারী, বিয়ে করা এবং পরিবার অধিকার আছে, বিয়ে, দাম্পত্যজীবন এবং বিবাহবিচ্ছেদে এ, বিবাহ হিসাবে অধিকার সমান অধিকার আছে।

২। বিবাহ ইচ্ছুক স্বামী-স্ত্রীদের বিনামূল্যে এবং পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিবাহে প্রবেশ করা যাবে।

৩। পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক এবং মৌলিক গোষ্ঠী-একক। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।[৫]

উপসংহারঃ

বিবাহ মানব সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। যুগে যুগে প্রতিষ্ঠানটি এর আদি রূপ থেকে বর্তমান কাঠামোয় উপনীত হয়েছে। বিবাহ প্রথাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে প্রধানত ধর্ম। বিয়েসংক্রান্ত সকল নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ হয়েছে ধর্মীয় অনুশাসনে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় ধর্মীয় শাস্ত্রের বিধানই ছিল সামাজিক আইন, ধর্মীয় আইনের দ্বারাই শাসিত হতো সমাজ-সংসার। ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনের পাশাপাশি সংস্কৃতিও বৈবাহিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে নানাভাবে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে সাধারণত বিবাহ ধর্মীয় আইন অনুযায়ী সংঘটিত হয়। বিভিন্ন ধর্মে বিবাহের বিভিন্ন রীতি প্রচলিত।

মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ছাড়াও আরও অন্যান্য ধর্মের নারী-পুরুষের বিবাহ তাদের নিজ নিজ ধর্ম বা সংস্কৃতি অনুযায়ী আচারিক বা আধ্যাত্মিক বিষয় এবং এ জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক লিখিত দলিলের প্রয়োজন হয় না। খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্শ মেনেই বিবাহ করতে আগ্রহী। এইভাবে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রথায় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিবাহ মূলত একটি ধর্মীয় রীতি হলেও আধুনিক সভ্যতায় এটি একটি আইনী প্রথাও বটে। তবে বিবাহের বয়স সম্পর্কে মেডিক্যাল সাইন্স যে বয়স নির্ধারণ করে সেটা মেনে নেয়া অধিক যৌক্তিক।

৫ মানবাধিকার আইন, সংবিধান ইসলাম এনজিও, অধ্যাপক ডঃ রেবা মন্ডল ও অধ্যাপক ডঃ মোঃ শাহজাহান মন্ডল। পৃষ্ঠ ৩৯ ও ২১০।